দেওবন্দের প্রশ্ন বেরেলীর উত্তর

লেখক

খালিফায়ে হুজুর জামালে মিল্লাত

মুফতি মুহাম্মাদ নুরুল আরেফিন রেজবী আযহারী

ভূমিকা

کلک رضا ہے خنجر خونخوار برق بار،،،، اعدا سے کہدو خیر منائیں نہ شر کریں۔

''যদি রেজার দাস হয়ে নিশ্চুপ হয়ে থাকি এবং নিজের ইমামের উপর লাগা আরোপ নিয়ে কোনো কথা না বলি, তবে আদালত তো ভাববেই আমি দুর্বল।''

আশ্চর্য! অভিশপ্ত দেওবন্দী জামায়াত সর্বদা নিজেদের কুফরী আক্বিদাসমূহ গোপনের উদ্দেশ্যে মাসলাকে আহলে সুন্নাত তথা মাসলাকে আলা হযরত এর বিরুদ্ধচারণ করতে গিয়ে নিজেদের কুফরীকেই প্রকাশ করে ফেলে। আর এটাই তাদের নিকৃষ্ট আচরণের বরাবরের জন্য দৃষ্টান্ত। সাম্প্রতিক পূণরায় তাদের নিকৃষ্ট আচরণের একটি জ্বলন্ত প্রমাণ সামনে এল। এটি হল, গত ২৪ রবিউল আওয়াল ১৪৪৭ হিজরী অনুযায়ী ১৭ই সেপ্টেম্বর ২০২৫ বুধবার দারুল উলুম দেওবন্দে একটি পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে উপস্থাপনকৃত কিছু প্রশ্নের সমাহার। তাদের কৃত প্রশ্নপত্রে যেভাবে প্রশ্ন স্থাপন করেছে সেগুলি দ্বারা পরিস্কার যে, তারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত তথা ইসলামের চিরশত্রু। জঘন্যদের কথা তো জঘন্য হবেই, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তাদের খন্ডন আমার জন্য জরুরী জ্ঞাত হয়ে, এই পুস্তিকাটিতে তাদের উত্থাপিত প্রশ্নের উত্তর সংকলন দ্রুত সম্পন্ন করলাম। ত্রুটি মার্জনীয়।

মুহাম্মাদ নুরুল আরেফিন রেজবী
২০ রবিউস সানী, ১৪৪৭

সূচীপত্র

১. ভুমিকা ২
২. দেওবন্দের ১৭ই সেপ্টেম্বর তারিখের প্রশ্নপত্র ৪
৩. দেওবন্দ মাদ্রাসা প্রশ্নপত্রে প্রদত্ত প্রশ্নসমূহ এবং সেগুলির বঙ্গানুবাদ ৫
৪. বেরেলীর উত্তর পত্র ৭
৫. ১ম প্রশ্নের রেজবী প্রদত্ত উত্তর ঃ ৭
৬. ২য় প্রশ্নের রেজবী প্রদত্ত উত্তর ঃ ১১
৭. সুন্নী আকীদা ১২
৮. ৩য় প্রশ্নের রেজবী প্রদত্ত উত্তর ঃ ১৩
৯. ৪র্থ প্রশ্নের রেজবী প্রদত্ত উত্তর ঃ ১৫
১০. ৫ম প্রশ্নের রেজবী প্রদত্ত উত্তর ঃ ১৭
১১. দেওবন্দী ইমাম ইসমাঈল দেহেলবীর কতিপয় নিকৃষ্ট ধারণা ঃ ১৭
১২. রশিদ আহমদ গাঙ্গোহীর কতিপয় কুফরী আক্বীদা ঃ ২০
১৩. দেওবন্দী নেতা মওলভী আশরাফ আলী থানবীর নিকৃষ্ট আক্বীদাঃ ২১
১৪. মওলভী খলীল আহমদ আম্বঠবীর ঘৃণিত আক্বীদা ২২
১৫. দেওবন্দী নেতা মওলভী আবদুশ শাকুরের ঘৃণিত আক্বীদা ২৩
১৬. মুহাম্মাদ নুরুল আরেফিন রেজবীর কলমে ২৪

দেওবন্দের ১৭ই সেপ্টেম্বর তারিখের প্রশ্নপত্র

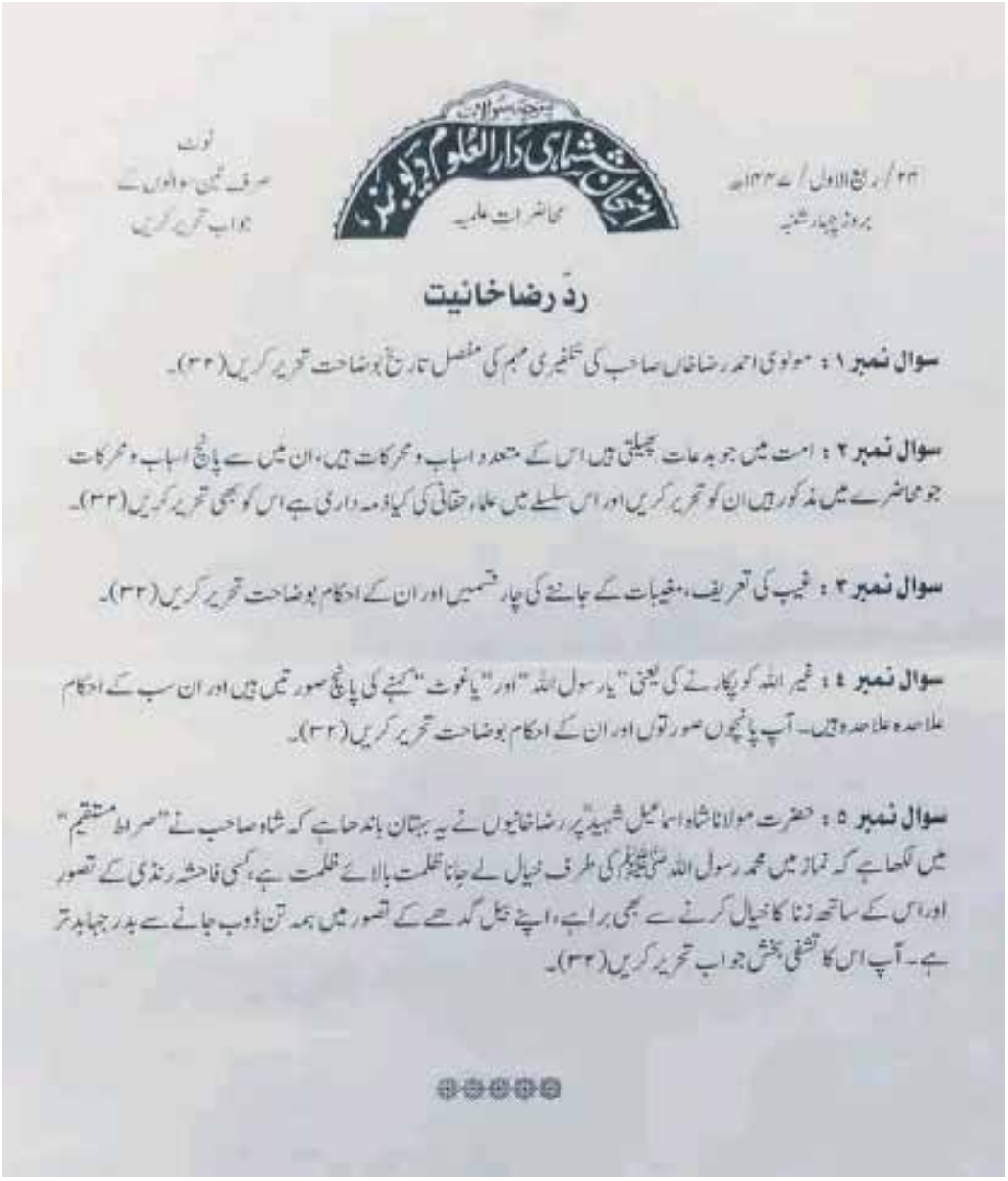

۲۳ / ربیع الاول / ۱۴۴۳ھ
بروز چہارشنبہ

امتحان ششماہی دار العلوم دیوبند
محاضرات علمیہ

نوٹ
صرف تین سوالوں کے
جواب تحریر کریں

ردّ رضاخانیت

سوال نمبر ۱ : مولوی احمد رضا خاں صاحب کی تکفیری مہم کی مفصل تاریخ بوضاحت تحریر کریں (۳۲)۔

سوال نمبر ۲ : امت میں جو بدعات پھیلی ہیں اس کے متعدد اسباب و محرکات ہیں، ان میں سے پانچ اسباب و محرکات جو محاضرے میں مذکور ہیں ان کو تحریر کریں اور اس سلسلے میں علماء حقانی کی کیا ذمہ داری ہے اس کو بھی تحریر کریں (۳۲)۔

سوال نمبر ۳ : غیب کی تعریف، مغیبات کے جاننے کی چار قسمیں اور ان کے احکام بوضاحت تحریر کریں (۳۲)۔

سوال نمبر ٤ : غیر اللہ کو پکارنے کی یعنی "یا رسول اللہ" اور "یا غوث" کہنے کی پانچ صورتیں ہیں اور ان سب کے احکام علاحدہ علاحدہ ہیں۔ آپ پانچوں صورتوں اور ان کے احکام بوضاحت تحریر کریں (۳۲)۔

سوال نمبر ٥ : حضرت مولانا شاہ اسماعیل شہیدؒ پر رضاخانیوں نے یہ بہتان باندھا ہے کہ شاہ صاحب نے "صراط مستقیم" میں لکھا ہے کہ نماز میں محمد رسول اللہ ﷺ کی طرف خیال لے جانا ظلمت بالائے ظلمت ہے، کسی فاحشہ رنڈی کے تصور اور اس کے ساتھ زنا کا خیال کرنے سے بھی برا ہے، اپنے بیل گدھے کے تصور میں ہمہ تن ڈوب جانے سے بدرجہا بدتر ہے۔ آپ اس کا تشفی بخش جواب تحریر کریں (۳۲)۔

দেওবন্দ মাদ্রাসা প্রশ্নপত্রে প্রদত্ত প্রশ্নসমূহ এবং সেগুলির বঙ্গানুবাদ

سوال نمبر ۱ : مولوی احمد رضا خاں صاحب کی تکفیری مہم کی مفصل تاریخ بو ضاحت تحریر کریں

👉 প্রথম প্রশ্ন ঃ মৌলভী আহমদ রেজা আরোপিত কুফরের ইতিহাস বিস্তারিতভাবে বর্ণনা দাও ?

سوال نمبر ۲ : امت میں جو بدعات پھیلتی ہیں اس کے متعدد اسباب و محرکات ہیں، ان میں سے پانچ اسباب و محرکات جو محاضرے میں مذکور ہیں ان کو تحریر کریں اور اس سلسلے میں علماء حقانی کی کیا ذمہ داری ہے اس کو بھی تحریر کریں

👉 দ্বীতিয় প্রশ্ন ঃ উম্মতদের মধ্যে যে বেদাতসমূহ প্রচলিত হয়, সেগুলি উদ্ভবের বিভিন্ন কারণ ও কু-ফল রয়েছে। সেগুলির মধ্যে পাঁচটি কুফল যা সমাজে প্রচলিত সেগুলি উল্লেখ কর ? এ ব্যাপারে উলামায়ে হাক্কানীদের গুরুত্বপূর্ণ কী ভূমিকা পালন করা উচিৎ ?

سوال نمبر ۳ : غیب کی تعریف، مغیبات کے جاننے کی چار قسمیں اور ان کے احکام بوضاحت تحریر کریں

👉 তৃতীয় প্রশ্ন ঃ গায়েবের সংজ্ঞা কী ? গায়েব জ্ঞাত হওয়ার ব্যাপারে চারটি ধরণ এবং সেগুলির আহকাম স্পষ্টভাবে লেখ ?

سوال نمبر : غیر اللہ کو پکارنے کی یعنی " یار سول اللہ " اور " یا غوث کہنے کی پانچ

صورتیں ہیں اور ان سب کے احکام علاحدہ علاحدہ ہیں۔ آپ پانچوں صورتوں اور ان کے احکام بوضاحت تحریر کریں

👉 চতুর্থ প্রশ্ন ঃ গায়রুল্লাহ কে আহ্বান করা - ইয়া রাসুলাল্লাহ! ইয়া গাওস! বলার পাঁচটি অবস্থা এবং সেগুলির আলাাদা আলাদা আহকাম বিদ্যমান। তুমি পাঁচটি অবস্থা এবং সেগুলির আহকাম স্পষ্টভাবে বর্ণনা কর?

سوال نمبر ۵ : حضرت مولانا شاہ اسماعیل شہید پر رضاخانیوں نے یہ بہتان باندھا ہے کہ شاہ صاحب نے ''صراط مستقیم '' میں لکھا ہے کہ نماز میں محمد رسول اللہ صلی علیم کی طرف خیال لے جانا ظلمت بالائے ظلمت ہے، کسی فاحشہ رنڈی کے تصور اور اس کے ساتھ زنا کا خیال کرنے سے بھی برا ہے، اپنے بیل گدھے کے تصور میں ہمہ تن ڈوب جانے سے بدرجہا بد تر ہے۔ آپ اس کا تشفی بخش جواب تحریر کریں

👉 পঞ্চম প্রশ্ন ঃ মৌলবী শাহ ইসমাইল শহীদের উপর রেজা খানীরা এরূপ আরোপ লাগিয়েছে যে, শাহ সাহেব সিরাতে মুস্তাক্বিম পুস্তকে লিখেছে, নামাযের মধ্যে মুহাম্মাদ রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতি খেয়াল আসা জুলুম থেকে জুলুমতর এবং কোন নষ্টা রান্ডির খেয়াল আসা এবং তার সহিত মেলামেশার খেয়াল আসা থেকেও নিকৃষ্ট, বলদ, গাধার খেয়ালে মগ্ন থাকা থেকে নিকৃষ্ট - এর খন্ডন করতঃ সাফাই পেশ কর?(আসতাগফিরুল্লাহ)

বেরেলীর উত্তর পত্র

جواب نمبر 1

سیدنا امام اہلسنت سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ نے کسی مسلمان کو بلا وجہ خواہ تخواہ یا کسی ذاتی بغض و عناد یا شخصی دشمنی کی بنا پر کافر و مرتد قرار نہیں دیا بلکہ جن لوگوں نے تحذیر الناس، براہین قاطعہ ، فتاوی گنگوہی حفظ الایمان جیسی ناپاک طمعون و مردوو کتابوں میں شان الوہیت میں تنقیص شان رسالت و نبوت میں توہین شدید کی ان کو ان کی گستاخانہ عبارتوں پر بار بار بذریعہ خطوط مطلع و خبردار کیا اور رجوع کی تلقین فرمائی مگر اغلاط سے رجوع بے ادبیوں گستاخیوں سے تو یہ ان کے مقدر میں نہیں تھی

ان کفریات کا سلسلہ ۱۲۹۰ھ سے جاری ہوا اور ۱۳۲۰ھ میں امام احمد رضا نے " المستند المعتمد بناء نجاۃ الابد " تحریر فرمائی اور اس میں پانچوں ایجنٹوں (مرزا غلام احمد قادیانی، قاسم نانوتوی، اشرف علی تھانوی، خلیل احمد انبیٹھوی اور رشید احمد گنگوہی) کی تکفیر کا شرعی فریضہ انجام دیا اور ۱۳۲۳ ھ میں جب آپ حج کو گئے تو علماے حرمین شریفین نے اس کتاب پر اپنی تائید و توثیق کی مہر ثبت فرمائی اور اس پر اپنی شاندار تقاریظ رقم فرمائیں اور ان کفریات کے قائلین کو حرمین شریفین کے علما نے خارج از اسلام قرار دیا اور جو ان کے کفر میں شک کرے اسے بھی کافر قرار دیا۔ اس طرح اللہ عز وجل نے امام احمد رضا قدس سرہ کے فتوئی کے آبگینے کو علماے حرمین شریفین کی تائید و توثیق کے فانوس سے روشن کیا۔

১ম প্রশ্নের রেজবী প্রদত্ত উত্তর ঃ

আলা হযরত আজিমুল মারতাবাত মুজ্জাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত শাহ ইমাম আহমদ রেজা খান রাদিয়াল্লাহু আনহু কোন মুসলমানকে অকারণে, কোন ব্যক্তিগত

ব্যাপারে কাফের অপবাদ দেননি, বরং যারা নিজেদের লেখনী দ্বারা মুরতাদ কাফেরে পরিণত ছিল, তাদের পরিধিত ইসলামী মুখোশ উন্মোচন করেন মাত্র। উল্লেখ্য, অভিশপ্ত কয়েকজন দেওবন্দী আলেম তাহযিরুন্নাস, বারহিনে কাত্বিয়া, ফাতওয়া গাঙ্গুহী, হিফজুল ঈমান- এর মত না-পাক ঘৃণিত পুস্তাকাবলী রচনা করে। যেগুলি ছিল আল্লাহ ও তাঁর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শানে বেআদবীমূলক লেখণীতে ভরপূর। সরকার আলা হযরত তাদের উদ্দেশ্যে প্রেরিত বহু পত্র দ্বারা তাদের ঐ সকল কুফরী লেখনী সমূহ ব্যক্ত করেন এবং সেসকলগুলি উদ্ধৃ করে তাওবা করার দাবী করেন। কিন্তু তাদের বদ মেজাজ ও বদ স্বভাব তাদেরকে তাওবা করা থেকে বিরত রাখে। তাদের নসীবে তাওবা না থাকায়, তারা চীর অভিশপ্ততে ও লানাতের পাত্রে পরিণত হয়।

অভিশপ্তদের কুফরী বচনের সূত্রপাত হয় ১২৯০ সালে। দীর্ঘ ৩০ বছর পর ১৩২০ সালে সরকার আলা হযরত রাদিয়াল্লাহু আনহু 'আল-মুসতানাদ আল-মুতামাদ বি নাজাতিল আবাদ' রচনা করেন। উক্ত পুস্তকে পাঁচ অভিশপ্ত বৃটিশ এজেন্টেদের (মীর্জা গোলাম আহমদ ক্বাদিয়ানী, ক্বাসিম নানুতুবী, আশরাফ আলী থানুবী, খলিল আহমদ আম্বেঠবী, রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী) উপর শরীয়ত প্রদত্ত কুফরের ফতোয়া দিয়ে নিজ দায়িত্ব পালন করেন। অতঃপর যখন ১৩২৩ হিজরীতে তিনি হজ্বে যান, তখন উলামায়ে হারামাইন শারিফাইনদের সম্মূখে স্বীয় লেখণী পেশ করে উক্ত অভিশপ্তদের ব্যাপারে ফতওয়া তলব করেন। উলামায়ে হারামাইন শারিফাইন, শরীয়তের হুকুমসহ আলা হযরত লিখিত পুস্তকের যথার্থতা ও সঠিকতার উপর নিজেদের মত পেশ করে উল্লেখিত অভিশপ্ত লোকেদেরকে মুরতাদ কাফের ও ইসলাম বহির্ভূত বলে ঘোষণা দেন। এবং অতিরিক্ত আরও উল্লেখ করা হয় যে, যারা উক্ত অভিশপ্তদের কাফের হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহপোষন করবে তারাও কাফের বলে গণ্য হবে।

দেওবন্দী আকাবীরদের যে সকল কুফরী মন্তব্যের কারণে তাদের কাফের ফাতওয়া দেয়া হয়, তার দু-একটি নমূনা হল ঃ

১) যখন দেওবন্দের মৌলবী রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী মহান আল্লাহ তায়ালার জন্য **ইমকান-ই কিয্‌ব' (আল্লাহর পক্ষে মিথ্যা বলা সম্ভব) মন্তব্য করে, তখন আলা হযরত বহুবার এই মন্তব্য প্রত্যাহার করার ব্যাপারে দাবী করেন**। তারা আলা হযরতের দাবী অমান্য করে, সরকার আলা হযরত বহুকাল যাবৎ তাদের মতামতের অপেক্ষা করে সর্বশেষে শরীয়তের হুকুম জারী করতঃ তাকে কাফের ফাতওয়া দেন।

এছাড়াও, রশিদ গাঙ্গুহী অতিরিক্ত আরও বলে, ''যা কিছু আল্লাহ্ তা'আলা নির্দেশ দিয়েছেন তার বিরোধিতা করতে পারেন, কিন্তু তিনি স্বেচ্ছায় করবেন না। এ আক্বীদা আমার।'' (ফাতাওয়া-ই-রাশীদিয়া ৪৫/১)

২) ভারতের দারুল উলুম দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা মৌলভী কাসেম নানুতুবীর তার কিতাব 'তাহযীরুন্নাস'- এ হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার শেষ নবী হওয়াকে অস্বীকার করে। যেরূপ সে মন্তব্য করেছিল ঃঃ

سو عوام کے خیال میں تو رسول اللہ کا خاتم ہونا بایں معنی ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانہ کے بعد آپ سب میں آخری نبی ہیں۔ مگر اہل فہم پر روشن ہو گا کہ تقدم یا تا خر زمانی میں بالذات کچھ فضیلت نہیں۔ بلکہ اگر بالفرض آپ کے زمانے میں بھی کہیں اور کوئی نبی ہو جب بھی آپ کا خاتم ہو نا بدستور باقی رہتا ہے۔ بلکہ اگر بالفرض بعد زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی پیدا ہو تو پھر خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا۔ د

(তাহযীরুন্নাস, কাসেম নানুতুবী, পৃষ্ঠা ২৫ ,১৪ ,৩)

অর্থঃ ''জনসাধারণের খেয়াল তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের খাতিম (শেষ) হওয়া এ অর্থেই যে, তাঁর জামানা পূর্ববর্তী নবীদের পরে এবং তিনি সর্বশেষ নবী। কিন্তু জ্ঞানী লোকদের জন্য একথা সুস্পষ্ট যে, কালের অগ্রবর্তী ও পরবর্তী হওয়ার মধ্যে মূলত কোন ফযীলত বা প্রাধান্য নেই। বরং ধরে নিন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের জামানায়ও যদি কোথাও কোন নবী আসত, তথাপি হুজুরের খাতেম হওয়া রীতিমত বহাল থাকত।

বরং, প্রিয় নবীর জামানার পরও যদি কোথাও কোন নবী পয়দা হয়েও থাকে, তবুও তাঁর (নবী পাকের) শেষ নবী হওয়াতে কোন পার্থক্য আসবে না।' (মা'আযাল্লাহ)

এ ব্যাপারে সুন্নীদের আক্বীদা এখানে বর্ণনার প্রয়োজন মনে করছি,

কুরআন, সুন্নাহ্, ইজমা ও কিয়াসের অকাট্য দলীলের ভিত্তিতে সঠিক ইসলামী আক্বীদা হল, আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে হোক কিংবা পরে হোক, আর কোন নবী-রাসূলের কিয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীতে আগমন হবে না। এটাই পবিত্র কুরআনের وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ -এর প্রকাশ্য ও প্রকৃত অর্থ।

অতএব, এর মধ্যে তাবীল করে অগ্রবর্তী-পরবর্তী জামানার বিশ্লেষণ দিয়ে কোন নবী আসার সম্ভাবনাকে মেনে নেওয়া, লেখা, ফতোয়া দেওয়া সম্পূর্ণরূপে কুফরী। উল্লেখ্য, কাসেম নানুতুবীর প্রদত্ত ফতোয়াকে পুঁজি করে কাদিয়ানী প্রবক্তা মির্জা গোলাম কাদিয়ানী নিজেকে নবী দাবী করেছিল। আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে সর্বশেষ নবী ও রাসূল, তাঁর পরে যে কোন নবী কিয়ামত অবধি আসবে না, সে সম্পর্কে সংক্ষিপ্তাকারে কয়েকটি দলীল এখানে উপস্থাপন করা হলো। পবিত্র কুরআন থেকে

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا

''(হযরত) মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাদের পুরুষদের মধ্যে কারো পিতা নন। হ্যাঁ, তিনি আল্লাহর রাসূল এবং সমস্ত নবীদের মধ্যে সর্বশেষ নবী। আল্লাহ্ সব কিছু জানেন।''

পবিত্র হাদীস থেকে হযরত সাওবান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, ''আমি সর্বশেষ নবী, আমার পরে কোন নবীর আগমন হবে না।''

এ ছাড়াও অসংখ্য কুরআন-হাদীসের অকাট্য বর্ণনা দ্বারা প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু

তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লামের শেষ নবী হওয়াতে যারা সন্দেহ পোষণ করে তারা কাফির, মুরতাদ, ইসলাম থেকে বহিষ্কৃত, দুনিয়া-আখিরাতে লাঞ্ছিত ও ঘৃণিত। অতএব, এই সকল কুফরী মন্তব্যই হল, তাদের উপর প্রদত্ত কুফরের ইতিহাস।

২য় প্রশ্নের রেজবী প্রদত্ত উত্তর ঃ

দেওবন্দে প্রশ্নপত্রের দ্বীতিয় প্রশ্ন ছিল, উম্মতদের মধ্যে যে বেদাতসমূহ প্রচলিত সেগুলির বিভিন্ন কারণ ও ফলাফল, যা সমাজে বিরাজমান সেগুলি ব্যক্ত কর? এ ব্যাপারে উলামায়ে হাক্কানীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা কিরূপ পালন করা উচিৎ?

উক্ত প্রশ্নের উত্তরে এটা বলা প্রয়োজন মনে করছি, দেওবন্দীদের প্রবর্তিত বেদআত সমূহ হল অসংখ্য। এখানে সেগুলির কয়েকটি গণনা করা হল -

১। ইসলামীক ধর্মস্থলে ইংরেজ তথা ইহুদীদের প্রবেশাধিকার দেয়া।

২। বৃটিশ তথা ইসলামবিরোধীদের অর্থ দ্বারা দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠা করা।

৩। লোকেদের গুমরাহীতে লিপ্ত করানোর উদ্দেশ্যে ইলিয়াসী জামায়াতের প্রতিষ্ঠা করা।

৪। ধর্মের মধ্যে বিতর্ক সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ইংরেজদের সঙ্গে আঁতাত করা।

৫। আশরাফ আলী থানুবী বৃটিশ কতৃপক্ষ থেকে ৬০০ টাকা ভাতা গ্রহণ করে মুসলমানদের অন্তর থেকে তাঁদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি প্রেমকে উৎখাত করা।

৬। মুসলমানদের পরাজিত করতে সিরহিন্দে বৃটিশদের সেনাদলে অংশগ্রহণ করা।

৭। মহান আল্লাহ তা'য়ালা আজ্জা ও যাল্লা এবং হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যাপারে কোরআন ও হাদিসের বৈপরিত্য আক্বীদা পোষণ করা।

উল্লেখ্য, তাদের পুস্তকে লিখিত তাদের প্রবর্তিত ঘৃণিত বেদাতের একটি নমূণা দেয়া হল ঃ-

১) আমলের ক্ষেত্রে নবীদের চাইতেও বড় হওয়ার দাবী -

کہ انبیا اپنی امت سے ممتاز ہوتے ہیں، تو علوم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں باقی رہا عمل اسمیں بسا اوقات بظاہر امتی مادی ہو جاتے ہیں بلکہ بڑھ جاتے ہیں۔

“নবীগণ স্বীয় উম্মতগণ থেকে ভিন্ন হয়ে থাকেন ইলমের মধ্যেই। বাকি রইল আমল। এতে কখনো কখনো দৃশ্যত কোন কোন উম্মত নবীর সমকক্ষ হয়ে যান, বরং বেড়েও যান।” **(তাহযীরুন্নাস। পৃষ্ঠা ৫। মাও. কাসেম নানুতুবী। ফয়েজ লাইব্রেরী, দেওবন্দ জামে মসজিদ, ভারত।)**

সুন্নী আক্বীদা

কুরআন-সুন্নাহর আলোকে, কোন উম্মত আমলের ক্ষেত্রে নবীর সমকক্ষ হওয়া অসম্ভব। আর এটাই হল সঠিক ইসলামী আক্বীদা। আর এ আক্বীদার বিপরীত ধারণা পোষণ করা কুফরী ও নবীদ্রোহিতার নামান্তর। যেমন, কিয়দংশ সাহাবী রাদিয়াল্লাহু তা’আলা আন্হুম কুরবানী ও রমজানের রোজা রাখার ক্ষেত্রে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা’আলা ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুকরণ করতে গেলে, সাথে সাথে আয়াতে কারীমা অবতীর্ণ করে মহান আল্লাহ্ তা’আলা তাঁদের আমলকে নিষ্ফল, বরবাদ এবং প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা’আলা ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের অগ্রে যাওয়ার চিন্তা-ভাবনার উপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা ও হুশিয়ারী দেন। মহান আল্লাহ এরশাদ করেন,

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ

“হে ঈমানদারগণ আল্লাহ্ ও রাসূলের অগ্রবর্তী হয়ো না এবং আল্লাহ্কে ভয় করো। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞাত। হে ঈমানদারগণ! তোমরা তোমাদের কণ্ঠস্বরকে উঁচু করো না, ওই অদৃশ্যের সংবাদদাতা (নবীর) কণ্ঠস্বরের উপর এবং তাঁর সামনে চিৎকার করে কথা বলো না যেভাবে পরস্পরের মধ্যে একে অপরের সামনে চিৎকার করো; এতে করে তোমাদের আমলগুলো নিষ্ফল হয়ে যায়। অথচ তোমরা তা অনুধাবন কর না।”

পবিত্র হাদীস শরীফেও অনুরূপ হুকুম বর্ণিত হয়েছে -

"প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে সওমে বেসাল তথা রাত্রীবেলায় পানাহার ছাড়া, রাতদিন অনবরত রোজা রাখতে নিষেধ করলেন। এক সাহাবী আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি যে সওমে বেসাল করেন? তখন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন, তোমাদের মধ্যে আমার মত কে আছে? (অর্থাৎ কেউ নেই)। কেননা আমি ঘুমাই অথচ আমার রব আমাকে পানাহার করান।"

অতএব, উক্ত দলীলাদি দ্বারা প্রমাণিত, কেউ যদি অনূরূপ মন্তব্য করে যে, আমলের দিক দিয়ে উম্মতিরা নবীদের চেয়ে বেড়ে যেতে পারে, তাহলে সে কাফেরে পরিগণিত হবে।

উল্লেখ্য, এই প্রশ্নের সাথে উলামায়ে হাক্কানীর ভূমিকা জানতে চাওয়া হয়েছে। আমাদের মতে, উলামায়ে হাক্কানী তথা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের ভূমিকা হল, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত তথা মাসলাকে আলা হযরতের উপর অটলভাবে দন্ডায়মান থেকে সর্বদা তাদের খন্ডনে লিপ্ত থাকা। এই প্রতিবাদের একটি জ্বাজল্য প্রমাণ হল, হুসসামুল হারামাইন।

৩য় প্রশ্নের রেজবী প্রদত্ত উত্তর ঃ

দেওবন্দে প্রশ্নপত্রের তৃতীয় প্রশ্ন ছিল ঃ গায়েবের সংজ্ঞা কী ? গায়েব জ্ঞাত হওয়ার ব্যাপারে চারটি ধরণ যে রয়েছে, সেগুলির আহকাম স্পষ্টভাবে লেখ?

গায়েবের গায়েবের সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ ঃ

'গায়েব' হচ্ছে এমন এক অদৃশ্য বস্তু বা বিষয়, যা মানুষ চোখ, নাক, কান ইত্যাদি ইন্দ্রিয় সমূহের সাহায্যে উপলব্ধি করতে পারে না এবং যা কোন প্রমাণ ব্যতিরেকে সুস্পষ্টভাবে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার পরিধিতেও আসে না।

গায়েব হল দুই প্রকারের ঃ (১) এক ধরনের গায়েব আছে, যা যুক্তি প্রমাণ ভিত্তিক অর্থাৎ প্রমাণাদি দ্বারা উপলব্ধি করা যায়, (২) আর এক ধরনের গায়েব আছে, যা, দলীলের সাহায্যেও উপলব্ধি করা যায় না।

প্রথম প্রকার গায়েবের উদাহরণঃ বেহেস্ত-দোযখ এবং আল্লাহ পাকের স্বত্ত্বা ও গুণাবলী। এগুলো সম্পর্কে জগতের সৃষ্ট বস্তু ও কোরআনের আয়াতসমূহ দেখে জ্ঞান লাভ করা যায়। দ্বিতীয় প্রকার গায়েবের উদাহরণ, মহাপ্রলয় কখন সংঘটিত হবে, মানুষ কখন মারা যাবে, স্ত্রীর গর্ভে ছেলে না মেয়ে, ভাগ্যবান না হতভাগ্য ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কিত জ্ঞান। এগুলো সম্পর্কে দলীল প্রমাণের সাহায্যেও জ্ঞান লাভ করা সম্ভবপর হবে না। এ দ্বিতীয় প্রকারের গায়েবকে মাফাতিহুল গায়েব বা 'অদৃশ্য জ্ঞান ভান্ডার' বলে আখ্যায়িত করা হয় এবং এ ধরনের গায়েব সম্বন্ধে আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেনঃ

عٰلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهٖٓ اَحَدًا ۙ (٢٦) اِلَّا مَنِ ارْتَضٰى مِنْ رَّسُوْلٍ

গায়েবী বিষয়াদি সম্পর্কে কাউকে ও অবগত করান না, তবে তাঁর মনোনীত রাসূলকে (অদৃশ্য জ্ঞান দান করেন) যাকে তিনি রাসূল রূপে গ্রহণ করে নিয়েছেন। তাফসীরে বায়যাবীতে يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ আয়াতটির ব্যাখ্যায় লিখা আছেঃ-

وَالْمُرَادُ بِهِ الْخَفِيُّ الَّذِى لَا يُدْرِكُهُ الْحِس وَلَا يقْتَضِيه بَدَاهَةُ الْعَقْلِ

অর্থাৎ- 'গায়েব' শব্দ দ্বারা অদৃশ্য বিষয়কে বুঝানো হয়েছে, যা ইন্দ্রিয় সমূহের দ্বারা উপলব্ধি করা যায় না ও সুস্পষ্টভাবে জ্ঞানানুভূতির আওতায়ও আসে না।

তাফসীরে কবীরে 'সূরা বাকারা'র শুরুতে একই আয়াতের ব্যাখ্যায় উল্লেখ আছেঃ

قَوْلُ جُمْهُورِ الْمُفَسِّرِينَ أَنَّ الْغَيْبَ هُوَ الَّذِى يَكُونُ غَائِبًا عَنِ الحَاسَةِ ثُمَّ هَذَا يَنْقَسِمُ إِلى مَا عَلَيْهِ دَلِيلٌ وَإِلَى مَا لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ

অর্থাৎ- 'সাধারণতঃ তাফসীরকারকদের মতে গায়েব হলো এমন বিষয় যা, ইন্দ্রিয়সমূহ থেকে গোপন থেকে যায়। অতঃপর গায়েবকে দু'ভাগে ভাগ করা

যায়ঃ- এক প্রকারের গায়েব হচ্ছে, সে সমস্ত অদৃশ্য বিষয়াদি যে গুলোর অবগতির জন্য দলীল-প্রমাণ রয়েছে। অন্য প্রকারের গায়েব হচেছ- সে সমস্ত অদৃশ্য বিষয়াদি, যেগুলোর অবগতির জন্য কোনরূপ দলীল প্রমাণ নেই।

'তাফসীরে রুহুল বয়ানে' 'সূরা বাকারার শুরুতে সেই আয়াতটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লিপিবদ্ধ আছে ঃ-

وَهُوَ مَا غَابَ عَنِ الحِسّ والعَقلِ غَيْبَةً كَامِلَةً بِحَيْثُ لَا يُدْرِكُ بِوَاحِدٍ مِّنْهَا ابْتِدَاءً بِطَرِيقِ الْبَدَاهَةِ وَهُوَ قَسمَانِ قِسم لَا لِيلَ عَلَيْهِ وَهُوَ الَّذِى أَرِيدَ بِقُولِهِ عِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ وَقِسْمٌ نُصِبَ عَلَيْهِ دَلِيلٌ كَالصَّانِعِ وَصِفَاتِهِ وَهُوَ الْمُرَادُ

(অর্থাৎ- গায়েব হচ্ছে সেটাই, যা' ইন্দ্রিয় ও জ্ঞানানুভূতি থেকে সম্পূর্ণরূপে এমনভাবে গোপন থাকে, যে কোন উপায়ে প্রথমদিকে স্পষ্টরূপে উপলব্ধি করা যায় না। গায়েব দুই প্রকারঃ- এক প্রকারের গায়েব হলো, যার সম্পর্কে কোন প্রমাণ নেই। কোরআনের আয়াত عِنْدَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ আল্লাহর কাছেই রয়েছে গায়েবের চাবি সমূহ- এ ধরনের গায়েবের কথাই বলা হয়েছে। অন্য প্রকারের গায়েব হলো, যার অবগতির জন্য দলীল প্রমাণ রয়েছে। যেমন আল্লাহ তাআলা ও তাঁর গুনাবলী।

৪র্থ প্রশ্নের রেজবী প্রদত্ত উত্তর ঃ

কুরআন-সুন্নাহর অকাট্য দলীলের ভিত্তিতে আমাদের প্রিয় নবীকে ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, ইয়া হাবীবাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলে আহ্বান করা, দূর থেকে হোক কিংবা কাছ থেকে বৈধ। কেননা, পবিত্র কুরআনে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে নাম ধরে আহ্বান না করে বরং 'ইয়া রাসূলাল্লাহ' সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলে আহ্বান করার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। যেমন, আল কুরআনের অনেক আয়াতে রয়েছে- ইয়াসীন, তোয়াহা, ইয়া আইয়্যুহান্নাবিয়্যু, ইয়া আইয়্যুহার রাসূলু, ইয়া আইয়্যুহাল মুজাম্মিল, ইয়া আইয়্যুহাল মুদ্দাস্সির- ইত্যাদি উপাধি দ্বারা প্রিয় নবীকে আহ্বান করার বিধান শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এখানে দূর কিংবা কাছ থেকে আহ্বান

করা যাবে না- এ মর্মে কোন ঘোষণা দেওয়া হয় নি। কারণ, প্রিয় নবীর শ্রবণশক্তিও মহান আল্লাহ্ প্রদত্ত একটি মুজেযা । যুগে যুগে সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন, তাবে তাবেঈন, আইম্মায়ে দ্বীন বিশেষ করে ইমামে আযম হযরত আবু হানিফা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু সহ ঈমানদারগণের রীতি হচ্ছে, প্রিয় নবীকে আহ্বান করার সময় 'ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম' বলা। দরুদ, সালাম, অযিফা ইত্যাদির ক্ষেত্রেও এ নিয়ম প্রযোজ্য। আর নবীদের এলমে গায়েব বিশেষ করে আমাদের প্রিয় নবীর অদৃশ্য জ্ঞান তো কুরআন-সুন্নাহ, ইজমা ও কেয়াসের অকাট্য দলীলের ভিত্তিতে প্রমাণিত। প্রিয় নবীর খোদা প্রদত্ত অদৃশ্য জ্ঞানকে অস্বীকার করা, ইয়া রাসূলাল্লাহ বলে নূর নবীকে আহ্বান করাকে না-জায়েয বলা, নিঃসন্দেহে গোমরাহী।

দেওবন্দের আকাবীররাও ইয়া রাসূলাল্লাহ, এয়া হাবীবাল্লাহ বলে আহ্বান করাকে বৈধ বলেছে ঃ-

ফতোয়াদাতা গাঙ্গুহীর পীর ও মুর্শিদ হযরত এমদাদুল্লাহ মুহাজেরে মক্কী রহমাতুল্লাহি আলাইহি দূর থেকে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে ইয়া রাসূলাল্লাহ বলে এভাবে আহ্বান করেছেন;

شفیع عاصیاں ہو تم وسیلہ بیکساں ہو تم تمہیں چھوڑاب کہاں جاؤں بتاؤ یار سول اللہ

"পাপীদের সুপারিশকারী আপনি, সহায়হীনদের অসীলা আপনি। আপানাকে ছেড়ে যাব কোথায়, বলুন ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)!"

গাঙ্গুহী সাহেবের শিষ্য হোসাইন আহমদ মাদানীও 'আশ্ শিহাবুস সাকিব' -এ 'ইয়া রাসূলাল্লাহ' বলে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে আহ্বান করা জায়েয বলে মন্তব্য করেছেন। এভাবে আশরাফ আলী থানভী, কাসেম নানুতুবীও বিভিন্ন কবিতায় ও লেখনীতে 'ইয়া রাসূলাল্লাহ' বলে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আহ্বান করেছে। অতএব, অসংখ্য দলীলের ভিত্তিতে 'ইয়া রাসূলাল্লাহ' বলে প্রিয় নবীকে আহ্বান করার বিধান প্রমাণিত হয়েছে।'

৫ম প্রশ্নের রেজবী প্রদত্ত উত্তর ঃ

দেওবন্দে প্রশ্নপত্রের পঞ্চম প্রশ্ন ঃ মৌলবী শাহ ইসমাইল শহীদের উপর রেজা খানীরা এরূপ আরোপ লাগিয়েছে যে শাহ সাহেব সিরাতে মুস্তাক্বিম -এ লিখেছে, নামাযের মধ্যে মুহাম্মাদ রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতি খেয়াল আসা জুলুম থেকে জুলুমতর এবং কোন নষ্টা রান্ডির খেয়াল আর তার সহিত মেলামেশার খেয়াল আসার থেকেও নিকৃষ্ট ; বলদ, গাধার খেয়ালে মগ্ন থাকা থেকে নিকৃষ্ট - এর খন্ডন করতঃ সাফাই পেশ কর?

উত্তর ঃ -

যাকে দেওবন্দীরা শহীদ উপাধীতে ভূষিত করে, প্রকৃতপক্ষে সে আফগানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে মুসলমানদের হাতে হত্যা হয়েছিল। সে শহীদ ছিল না, বরং ছিল অভিশপ্ত, ছিল খবিশ।

প্রিয় পাঠক সমাজ, আসুন দেওবন্দীদের কাছে শহীদ সম্মানে ভূষিত ইসমাইল দেহেলবীর কিছু নিকৃষ্টতর আক্বীদা আপনাদের সম্মুখে তুলে ধরি।

দেওবন্দী জামাতের প্রথম ইমাম মওলভী ইসমাঈল দেহেলবীর কতিপয় নিকৃষ্ট ধারণা ঃ

(১) যে এরূপ কথা বলে - খোদার পয়গম্বর বা কোন ইমাম বা বুযর্গ অদৃশ্যের বিষয় জানতেন এবং শরীয়তের সম্মানে মুখ দিয়ে বলতেন না, সে বড় মিথ্যুক । এবং অদৃশ্যের বিষয় আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না। (তাকবিয়াতুল ঈমান ২৭ পৃঃ)

(২) কোন নবী, ওলী, ইমাম ও শহীদদের বেলায় কক্ষণো এ আকীদা পোষণ করবেন না এবং ওনাদের প্রশংসায় এ ধরণের কথা বলবেন না। (তাকবিয়াতুল ঈমান ২৬ পৃঃ)

(৩) যে এ রকম দাবী করে, যে আমার কাছে এমন কিছু জ্ঞান আছে, যা দ্বারা আমি যখন ইচ্ছে করি অদৃশ্য বিষয় জ্ঞাত হই এবং ভবিষ্যতের বিষয়সমূহ জেনে নেয়াটা আমার

ক্ষমতাধীন, সে বড় মিথ্যুক, সে খোদায়ী দাবী করে এবং যে ব্যক্তি কোন নবী, ওলী বা জ্বিন, ফিরিশতা, ইমাম, ইমামজাদা, পীর, শহীদ, জ্যোতিষী, গণক, ভবিষ্যদ্বর্তা, ফালনামা বর্ণনাকারী, ব্রাহ্মণ ও ভূত-পরীকে এ রকম মনে করে এবং ওদের বেলায় এ রকম আকীদা রাখে, সে মুশরিক হয়ে যায়। (তাকবিয়াতুল ঈমান-২১ পৃঃ)

(৪) এবং এ বিষয়ে (অদৃশ্য বিষয় না জানার বেলায়) ওলী, নবী, শয়তান এবং ভূত-পরীর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। (তকবিয়াতুল ঈমান-৮ পৃঃ)

(৫) যে ব্যক্তি কারো নাম উঠতে-বসতে বলে থাকে এবং দূর ও কাছ থেকে আহবান করে বা ওর আকৃতি ধ্যান করে এবং মনে করে যে, যখন আমি মুখে বা অন্তরে তার নাম নিই বা তার আকৃতির অথবা কবরের ধ্যান করি, তখন ওখানে তার জানা হয়ে যায় এবং তার কাছে আমার কোন বিষয় লুকায়িত থাকতে পারে না, এবং আমার যে অবস্থাদি অতিবাহিত হয়, যেমন অসুস্থতা, সুস্থতা, স্বচ্ছলতা ও অভাব, জীবন, মরণ, আনন্দ-বেদনা সব বিষয়ে সব সময়ে ওনার জানা থাকে এবং আমার মুখ থেকে যে কথা বের হয়, তিনি সব শুনেন এবং যে খেয়াল ও ধারণা আমার মনের মধ্যে আসে তিনি সববিষয়ে জ্ঞাত, এ সব কথা দ্বারা মুশরিক হয়ে যায়। এবং এ রকম কথাসমূহ সবই শিরক- যদিওবা, এ বিশ্বাস নবী ও ওলীগণের বেলায় রাখা হোক কিংবা পীর ও শহীদের বেলায়, কিংবা ইমাম ও ইমামজাদার বেলায়, অথবা ভূত পরীর বেলায় হোক, অথবা এ রকম মনে করে যে, এ বিষয়টা ওনাদের সত্ত্বাগত বা খোদা প্রদত্ত। মোট কথা এ ধরণের বিশ্বাস দ্বারা সর্ব ক্ষেত্রে শিরক প্রমাণিত হবে।

(তাকবিয়াতুল ঈমান ১০ পৃঃ)

(৬) এ বিষয়ে ওনাদের গর্ব করার কিছুই নেই যে, আল্লাহ সাহেব অদৃশ্য জ্ঞানের ক্ষমতা দিয়েছেন, এবং এর দ্বারা যখন ইচ্ছে অন্তরের অবস্থা জেনে নেয়, অথবা যে অদৃশ্য বিষয়ের অবস্থা যখন ইচ্ছে করে জেনে নেয় যে, সে জীবিত আছে কিনা মরে গেছে বা কোন্ শহরে আছে অথবা যে কোন ভবিষ্যত বিষয়কে যখন ইচ্ছে করে জেনে নেয়, যে অমুকের ঘরে সন্তান হবে কি-না ? বা ওর ব্যবসায় লাভ হবে কি-না, যুদ্ধে জয়যুক্ত হবে, নাকি পরাজয়। এসব বিষয়সমূহে সকল বান্দা, বড় হোক বা

ছোট- সমানভাবে অনবহিত ও অজ্ঞ। (তাকবিয়াতুল ঈমান-২৫ পৃঃ (সংক্ষিপ্তকরণ)

(৭) আল্লাহ সাহেব পয়গম্বর (সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহে ওয়ালিহি ওয়াসল্লিম)কে বলেছেন, লোকদেরকে এটা বলে দিন যে, অদৃশ্য বিষয় আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ জানে না, ফিরিশতা, না মানুষ, না জ্বিন, না অন্য কেউ অর্থাৎ অদৃশ্য বিষয় জেনে নেয়াটা কারও ইখতিয়ারে নেই। (তকবিয়াতুল ঈমান ২৫ পৃঃ)

(৮) সুতরাং তিনি (অর্থাৎ রসূলে খোদা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঘোষণা করেছেন যে, আমার কোন ক্ষমতা নেই, না কোন অদৃশ্য জ্ঞান। আমার ক্ষমতার অবস্থা হচ্ছে স্বীয় আত্মারও লাভ ক্ষতির অধিকারী নই, তাই অন্যদের কি আর করতে পারবো? আর অদৃশ্য জ্ঞান যদি আমার কব্জায় হতো, তাহলে প্রথমে প্রত্যেক কাজের পরিণাম জেনে নিতাম। অতঃপর, যদি ভাল হলে এতে হাত দিতাম। আর যদি মন্দ জানতে পারলে এর প্রতি পাও রাখতাম না। মোট কথা, কোন ক্ষমতা বা অদৃশ্য জ্ঞান আমার মধ্যে নেই এবং আমার মধ্যে কোন খোদায়ী দাবী নেই। কেবল পয়গম্বরীর দাবীদার। (তাকবিয়াতুল ঈমান ২৪ পৃঃ)

(৯) যেটা আল্লাহর শান, সেখানে কোন মাখলুকের অধিকার নেই। তাই সে ব্যাপারে আল্লাহর সাথে কোন মখলুককে শরীক করো না। সে যত বড় হোক না কেন এবং যত নিকটতর হোক না কেন। উদাহরণ স্বরূপ, এরকম বল না যে, আল্লাহর রসূল ইচ্ছে করলে অমুক কাজ হয়ে যাবে। কারণ দুনিয়ার সমস্ত কাজকর্ম আল্লাহর ইচ্ছায় হয়ে থাকে, রসুলের ইচ্ছায় কিছুই হয় না। বা কোন ব্যক্তি যদি জিজ্ঞাসা করে অমুকের মনে কি আছে? বা অমুকের বিয়ে কবে হবে? বা অমুক বৃক্ষে কতটি পাতা আছে? বা আসমানে কত তারা আছে? তাহলে ওর জবাবে এরকম বল না যে আল্লাহ ও রসূলই জানেন। কেননা অদৃশ্য বিষয় আল্লাহই জানেন, রসূল কি জানে? (তাকবিয়াতুল ঈমান-৫৮)

প্রকৃতপক্ষে, মৌলবী ইসমাইল দেহেলবীকে মুসলমানদের মধ্যে ফিৎনার প্রাদূর্ভাব ঘটিয়ে, মুসলমানদের সঠিক আক্বীদা থেকে বিচ্যুত করার উদ্দেশ্যে নিয়োগ করা হয়েছিল। তার আর একটি পুস্তক 'সিরাতে মুস্তাকীম'-এর মধ্যে ঘৃণতর বহু

আক্বীদা পোষণ করেছিল, সংক্ষেপে একটি তুলে ধরা হল -

زنا کے وسوسے سے اپنی بی بی کی مجامعت کا خیال بہتر ہے اور شیخ اس جیسے اور بزرگوں کی طرف خواہ جناب رسالتمآب ہی ہوں اپنی ہمت لگا دینا اپنے بیل گدھے کی صورت میں مستغرق ہونے سے زیادہ برا ہے ۔

"নামাযে যেনার ওয়াসওয়াসা-থেকে স্ত্রীর সাথে সহবাসের খেয়াল ভাল। পীর বা কোন বুযুর্গের প্রতি, এমনকি রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেয়াল-স্মরণে নিমগ্ন হওয়া নিজের গরু-গাধার আকৃতির চিন্তায় বিভোর থাকার চেয়েও অধিক মন্দজনক।" **(সিরাতে মুস্তাকীম, (সৈয়দ আহমদ ব্রেলভীর বাণী), ইসমাইল দেহলভী, পৃষ্ঠা ১৬৭, থানভী লাইব্রেরী দেওবন্দ।)**

সুন্নী আকীদা

কুরআন-হাদীসের দৃষ্টিতে ইসলামী শরীয়তের আলোকে ফতোয়া হচ্ছে , নামাজী নামাজে اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِي বলার সময় প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি তা'জীম সহকারে খেয়াল করবে। কারণ, এতে নামাজ বতিল হবে না, বরং কবুল হবে। যেমন, পবিত্র কুরআনুল করীমে নামাজসহ যে কোন সময় প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ডাকে সাড়া দেওয়া বা হুযুরকে স্মরণ করার নির্দেশ এভাবে দেওয়া হয়েছে,

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ

"হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্ ও রাসূলের ডাকে সাড়া দিয়ে তোমরা হাজির হয়ে যাও। কারণ তা তোমাদের জীবন দান করবে।" (সূরা আল-আনফাল, আয়াত ২৪)

প্রিয় পাঠক! দেওবন্দের প্রদত্ত প্রশ্নপত্রের উত্তর সমাপ্ত করার পর, দেওবন্দীদের অভিশপ্ত উলামাদের কিছু ঘৃণিত আক্বীদা আপনাদের জ্ঞাত করানো প্রয়োজন মনে করছি।

রশিদ আহমদ গাঙ্গোহীর কতিপয় কুফরী আক্বীদা ঃ

(১০) যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলা জাল্লা শানুহু ব্যতীত অন্য কারো জন্য অদৃশ্য জ্ঞান

প্রমাণিত করে, সে নিঃসন্দেহে কাফির। ওর ইমামত, ওর সাথে সংশ্রব, মুহাব্বত ও সদ্ভাব সব হারাম। (ফওয়ায়ে রশিদিয়া ২য় খণ্ড ১৪১ পৃঃ)

(১১) অদৃশ্য জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ জাল্লা শানুহর বৈশিষ্ট্য। (ফতওয়ায়ে রশিদিয়া ১ম খন্ড ২০ পৃঃ)

(১২) এবং এ ধরণের বিশ্বাস রাখা যে তাঁর অর্থাৎ হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর অদৃশ্য জ্ঞান ছিল, সুস্পষ্ট শিরক। (ফতওয়ায়ে রশিদিয়া ২য় খন্ড ১৪১ পৃঃ)

(১৩) আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো জন্য অদৃশ্য জ্ঞান প্রমাণিত করা সুস্পষ্ট শিরক। (ফতওয়ায়ে রশিদিয়া ৩য় খন্ড ১৭ পৃঃ)

(১৪) যে ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী হওয়ার বিশ্বাসী, সে হানাফী ইমামদের মতে পরিপূর্ণভাবে মুস্ত্রিক ও কাফির। (ফতওয়ায়ে রশিদিয়া ৩য় খন্ড ৪২ঃ)

(১৫) অদৃশ্য জ্ঞান আল্লাহ তাআলারই খাস বৈশিষ্ট্য। এ শব্দটা ব্যাখ্যা করে অন্যের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করাটা শিরকের সম্ভাবনা থেকে মুক্ত নয়। (ফতওয়ায়ে রশিদিয়া ৩য় খন্ড ৪৩ পৃঃ)

(১৬) যে ব্যক্তি রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহে ওয়া সাল্লামের জন্য অদৃশ্য জ্ঞান, যা হক তাআলারই বৈশিষ্ট্য, প্রমাণ করে, ওর পিছনে নামায দুরস্ত নয়। কেননা এটা কুফরী। (ফতওয়ায়ে রশিদিয়া ৩য় খন্ড ১২৫ পৃঃ)

(১৭) যেহেতু নবীগণের অদৃশ্য জ্ঞান নেই, সেহেতু ইয়া রসুলাল্লাহ বলাটা না জায়েয হবে। (ফতওয়ায়ে রশিদিয়া ৩য় পূঃ)

দেওবন্দী জামাতের ধর্মীয় নেতা মওলভী আশরাফ আলী থানবীর নিকৃষ্ট আক্বীদাঃ

(১৮) কোন বুযর্গ বা পীরের ব্যাপারে এ বিশ্বাস রাখা যে, আমাদের সব রকমের

অবস্থার খবর ওর কাছে সব সময় থাকে (কুফর ও শিরক)। (বেহেশতি যেওর ১ম খন্ড ২৭ পৃঃ।

(১৯) কাউকে দূর থেকে ডাকা এবং এটা মনে করা যে, ওনার জানা হয়ে যাবে। (কুফর ও শিরক) (বেহেশতি যেওর ১ম খন্ড ৩৭ পৃঃ)

(২০) অনেক বিষয়ে তাঁর (অর্থাৎ হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়াসাল্লাম) একান্ত মনোযোগ ও চিন্তা ভাবনার পরও অজ্ঞাত থাকাটা প্রমাণিত আছে। ইফাকের ঘটনায় তাঁর চেষ্টা সাধনার কথা সীহাহ সিত্তায় বর্ণিত আছে। কিন্তু কেবল মনোনিবেশ করার দ্বারা প্রকাশিত হয়নি। (হিফজুল ঈমান ৭ পৃঃ)

(২১) ইয়া শেখ আবদুল কাদের; ইয়া শেখ সোলায়মান' ওয়াজিফা পাঠ করা, যেমন সাধারণ লোকদের অভ্যাস, এরকম করার দ্বারা একেবারে ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যায়, মুশরিক হয়ে যায়। (ফতওয়ায়ে ইমদাদিয়া ৪ খন্ড ৫৬ পৃঃ।

মওলভী খলীল আহমদ আম্বঠবীর ঘৃণিত আক্বীদা

(২২) মৃত্যুর ফিরিশতা থেকে আফজল হওয়ার কারণে এটা অপরিহার্য হয় না যে, তাঁর জ্ঞান ও সমস্ত দুনিয়াবী বিষয় সমূহের ব্যাপারে মৃত্যুর ফিরিশতার বরাবর বা অধিক। (বারাহিনুল কাতেয়া-৫২ পৃঃ)

(২৩) শেখ আবদুল হক রেওয়ায়েত করেন, আমার (অর্থাৎ রসূলে খোদা) কাছে দেওয়ালের পিছনের জ্ঞানও নেই। (বারাহিনুল কাতেয়া ৫১ পৃঃ)

(২৪) বাহারে রায়েক, আলমগীরী, দুর্রে মুখতার ইত্যাদিতে উল্লেখিত আছে যে, যদি কেউ হক তা'আলা ও রসুল আলাইহিস সালামের সাক্ষ্যে বিয়ে করে, তাহলে রসুলে

খোদার প্রতি অদৃশ্য জ্ঞানের বিশ্বাসের কারণে কাফির হয়ে যায়। (বারাহিনুল কাতেয়া ৪২ পৃঃ।

দেওবন্দী জামাতের ধর্মীয় নেতা মওলভী আবদুশ শাকুরের ঘৃণিত আক্বীদা

(২৫) হানফী ফিক্হ শাস্ত্রের নির্ভরযোগ্য কিতাব সমূহেও আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে অদৃশ্য জ্ঞানী মনে করা ও বলাকে নাজায়েয লিখেছে। বরং এ আকীদাকে কুফর অবহিত করেছে। (তুহফায়ে লাছানী ৩৭ পৃঃ)

(২৬) হানফীগণ স্বীয় কিতাব সমূহে ওই ব্যক্তিকে কাফির লিখেছে, যে এ আকীদা পোষণ করে যে নবী গায়ব জানতেন। (তুহফায়ে লা ছানী ৩৮ পৃঃ)

(২৭) ‘রসুলে খোদা (অর্থাৎ হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর ব্যক্তিত্বে আমরা অদৃশ্য জ্ঞানের গুণ বিশ্বাস করি না এবং যে বিশ্বাস করে, ওকে নিষেধ করি। (নাসরতে আসমানী ২৭ পৃঃ)

মুহাম্মাদ নুরুল আরেফিন রেজবীর কলমে

তাফসীর শাস্ত্রে

১। আম্মাপারা তাফসীর

হাদিস শাস্ত্রে

২। সহীহ বুখারীর সহীহ অনুবাদ

ফেকাহ শাস্ত্রে

৩। সুন্নী তোহফা বা নামাযে মুস্তাফা
৪। হজ্জ গাইড
৫। উমরা গাইড
৬। যাকাতের বিধান
৭। তোহফায়ে রমাযান
৮। মাসায়েলে ক্বুরবানী
৯। ফাতওয়া ফিকরে রেজা (কুরবানী অধ্যায়)
১১। ইতেকাফের বিধান
১২। টিভি ফটোর বিধান
১৩। ফটোর আহকাম (অনুবাদ)
১৪। মহিলা মাযারে যাওয়া নিষিদ্ধ
১৫। চাঁদের মাসলা
১৬। চাঁদ সাবস্ত্য হওয়ার বিধান (অনুবাদ)
১৭। রাফয়ে ইয়াদাইনের বিধান (অনুবাদ)
১৮। ইমামে পিছনে ক্বেরাত নিষিদ্ধ (অনুবাদ)
১৯। মহিলাদের নামায
২০। নুরী নামায
২১। গ্রামাঞ্চলে জুমার পর জোহরের বিধান
২২। লাউডস্পিকারের বিধান

আক্বায়েদ শাস্ত্রে

২৩। তামহিদে ঈমান (অনুবাদ)
২৪। জানে ঈমান
২৫। সাহাবায়ে কেরাম ও আক্বীদায়ে আহলে সুন্নাত
২৬। ইলমে গায়েব প্রসঙ্গ

সিরাত শাস্ত্রে

২৭। হযরত আমীরে মুয়াবীয়া সাহাবী
২৮। খাতিমুল মুহাক্কীকীন
২৯। হুযুর মুফতী-এ-আযাম
৩০। হুযুর তাজুশশরীয়া

রদ বা খন্ডন

৩১। তাবলিগী জামায়াত মুখোশের অন্তরালে
৩২। তাবলিগী জামায়াত প্রসঙ্গ
৩৩। ওহাবী পরিচিতি
৩৪। এ যুগের দাজ্জাল (সংগৃহিত)
৩৫ । দেওবন্দের প্রশ্ন বেরেলীর উত্তর

অন্যান্য পুস্তকসমূহ

৩৬। জাগ্রত অবস্থায় যিয়ারতে মুস্তাফা
৩৭। ঈদে মিলাদুন্নাবী
৩৮। দোওয়া কিভাবে কবুল হয়
৩৯। রোগ কি সংক্রামক
৪০। মহরমে বৈধ অবৈধ
৪১। ইসলাম বুনিয়াদ পরিচিতি
৪২। আরবী দ্বিনীয়াত শিক্ষা
৪৩। আরবী শিক্ষা

প্রকাশিত পত্রিকা

৪৪। সাওতুল হক্ব
৪৫। সুন্নী দর্পণ পত্রিকা
৪৬। আলা হযরত পত্রিকা (সফর ১৪৪৬)
৪৭। আলা হযরত পত্রিকা (রবিউল আওয়াল ১৪৪৬)
৪৮। আলা হযরত পত্রিকা (রবিউস সানী ৪৬)
৪৯। আলা হযরত পত্রিকা (জামাদিল আওয়াল ১৪৪৬)
৫০। আলা হযরত পত্রিকা (জামাদিস সানী)
৫১ আলা হযরত পত্রিকা (রজব ১৪৪৬)
৫২। আলা হযরত পত্রিকা (শাবান ১৪৪৬)
৫৩। আলা হযরত পত্রিকা (রমযান ১৪৪৬)
৫৪। আলা হযরত পত্রিকা (জিলক্বদ ১৪৪৬)
৫৫। আলা হযরত পত্রিকা (জিলহজ্ব ১৪৪৬)

নাত পুস্তক

৫৬। রেজবী বাহার নাত গজলের সমাহার

অপ্রকাশিত

৫৭। আল আমনু ওয়াল উলা
৫৮ । বুখারী শরীফ (অনুবাদ)
৫৯। তালাকের অকাট্যবিধান
৬০। শিয়াদের খন্ডন
৬১। বুখারীর আলোকে ওহাবীদের খন্ডন
৬২। বুখারী আলোকে ইলমে গায়েব
৬৩। সুলহে কুল্লীদের খন্ডন
৬৪। মুহাদ্দিসদের জীবনী
৬৫। ফাতওয়ায়ে ফিকরে রেজা

প্রকাশিত ইস্তেহার

৬৬। দেওবন্দীদের বাতিল আক্বীদা বনাম সুন্নী
৬৭। ফুরফুরাদের বাতিল আক্বীদা বনাম সুন্নী
৬৮। শীয়াদের বাতিল আক্বীদা বনাম সুন্নী
৬৯। সুলহে কুল্লীয়াত পরিচিতি
৭০। জাকীর নায়েক কাফের কেন?
৭১। চাঁদের মাসলা
৭২। ওহাবীদের সহিত সম্পর্ক স্থাপন প্রসঙ্গে ইসলামী বিধান
৭৩। তাফরিহুল খাতির পুস্তকের অবমাননাকারীদের জন্য বিধান
৭৪। সাহাবীদের রসুল প্রেম।

১৫০০ তম মিলাদে মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপলক্ষে প্রকাশিত

৭৫। সিরাতে সাইয়্যেদিল মুরসালিন -পর্ব ১
৭৬। সিরাতে সাইয়্যেদিল মুরসালিন -পর্ব ২
৭৭। সিরাতে সাইয়্যেদিল মুরসালিন -পর্ব ৩
৭৮। সিরাতে সাইয়্যেদিল মুরসালিন -পর্ব ৪
৭৯। সিরাতে সাইয়্যেদিল মুরসালিন -পর্ব ৫
৮০। সিরাতে সাইয়্যেদিল মুরসালিন -পর্ব ৬
৮১। সিরাতে সাইয়্যেদিল মুরসালিন -পর্ব ৭
৮২। সিরাতে সাইয়্যেদিল মুরসালিন -পর্ব ৮
৮৩। সিরাতে সাইয়্যেদিল মুরসালিন -পর্ব ৯
৮৪। সিরাতে সাইয়্যেদিল মুরসালিন -পর্ব ১০
৮৫। সিরাতে সাইয়্যেদিল মুরসালিন -পর্ব ১১
৮৬। সিরাতে সাইয়্যেদিল মুরসালিন -পর্ব ১২
৮৭। সিরাতে সাইয়্যেদিল মুরসালিন -পর্ব ১৩
৮৮। সিরাতে সাইয়্যেদিল মুরসালিন -পর্ব ১৪
৮৯। সিরাতে সাইয়্যেদিল মুরসালিন -পর্ব ১৫
৯০। সিরাতে সাইয়্যেদিল মুরসালিন -পর্ব ১৬